- ড. মোঃ রফিক মিয়া।

সাবান তৈরীর বিভিন্ন ধরনের নিয়ম

সাবান তৈরীর জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি প্রয়োজন

বড় কড়াই ঃ সাবান তৈরীর জন্য ২ টি বড় কড়াই প্রয়োজন। একটি কড়াইতে সাবান তৈরী করা হয় আর অপর কড়াইটিতে কষ্টিক সোডা ভিজানো হয়।

পিতলেন ছাঁচ বা ডাইস ঃ তৈরীকৃত সাবান পিতলের ছাঁচ বা ডাইসের মধ্যে ঢেলে দিয়ে অনুরূপ আকারের তৈরী করতে হয়। বাজারের লম্বা, চেপ্টা, গোল ইত্যাদি বিভিন্ন ডিজাইনের সাবানের জন্য বিভিন্ন রকমের ডাইসের প্রয়োজন হয়। ডাইসের দোকানে অর্ডার দিয়ে পছন্দসই ডাইস তৈরী করানো যায়।

হ্যান্ড টুলস্ ঃ খুন্তি, হাতা, কল্লি, চাকু ইত্যাদি হ্যান্ড টুলস্ সর্ব্বদা হাতের কাছেই রাখা উচিত।

হাইড্রোমিটার ঃ হাইড্রোমিটার দ্বারা তরল পদার্থের ঘনত্ব নির্ণয় করা হয়। সাবান তৈরীর ঘন মিশ্রনকে ল্যাই বলে। এই ল্যাই এর ঘনত্ব পরিমাপ করার জন্য হাইড্রোমিটার প্রয়োজন হয়। ল্যাই এর ঘনত্ব পরিমাপ করা সাবান তৈরীর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ফ্রেম ও অয়েল পেপার ঃ সাবানের ফ্রেম এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে এটি চারিদিকে খোলা যায়। সেভাবেই কব্জা দিয়ে নীচের কাঠের সাথে আটকানো থাকবে। ফ্রেমের মধ্যে ও তলদেশে অয়েল পেপার আঁঠা দিয়ে এমনভাবে আটকানো থাকবে যেন ভেতর দিয়ে সাবানের ল্যাই বের হয়ে যেতে না পারে। ল্যাই জমে শক্ত হয়ে যাবার পরই ফ্রেম খুলে সাবানটি বের করে আনতে হয়।

চুলা ঃ গরম করা বা জ্বাল দেবার জন্য একটি চুলার প্রয়োজন।

সাবান তৈরীর প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির কাযাবলী

তেল বা অয়েল ঃ সাবান তৈরীর জন্য তেল ব্যবহার করা হয়। তেল ব্যবহারের ফলে সাবানের মধ্যে তেল তেলে ও মোলায়েম ভাব বিদ্যমানর থাকে। তেলের মিশ্রনের ফলে অন্যান্য উপাদান গুলি পরিপুর্ণ ভাবে মিশ্রিত হবার সুযোগ পায়। এটি সাবানের মানকে উৎকৃষ্ট করে। নারিকেল তেল, অলিভ অয়েল, বাদাম তেল, চর্ব্বি ব্যতীত অন্য কোন তেল ব্যবহার করলে সাবানের মান নিকৃষ্ট হয়ে যাবে।

কষ্টিক ঃ কাপড় বা ত্বকের ময়লা পরিস্কার করার জন্য কষ্টিক ব্যবহার করা হয়। এটি কাপড় কাঁচা সাবান ও টয়লেট সাবান উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ মিশ্রণের মধ্যে সোপ চার্জের এক চর্তুথাংশ কষ্টিক পটাস ব্যবহার করার নিয়ম। কষ্টিক পটাস না পাওয়া গেলে তার পরিবর্তে কষ্টিক সোডা ব্যবহার করা যেতে পারে।

মোম ঃ সাবানকে শক্ত, মজবুত, চকচকে সুন্দর করার জন্য মোমের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সাধারণতঃ সোপ চার্জের শতকরা ৩ থেকে ৫ ভাগ মোম, সাবানের মিশ্রণটি চুলা থেকে নামাবার কিছু আগে মিশানো হয়। মৌমাছির চাক থেকে তৈরী মোম ব্যবহার করা উত্তম অথবা ফেরাফিন ওয়াক্স ও ব্যবহার করা যেতে পারে।

বোরিক এসিড ঃ তেল ব্যবহার করার ফলে সাবানের গায়ে অতিরিক্ত তেলের একটা প্রলেপ জমে থাকতে পারে। এটি মোটেই কাম্য নয় এবং দেখতেও অসুন্দর। তাই বরিক এসিড মিশালে এ সমস্যাটি সমাধান হয়। প্রতি ১০০ কেজি সাবানে ১ কেজি ২৫০ গ্রাম বরিক এসিড মিশাতে হয়। বোরিক এসিড সরাসরি মিশানো উচিত নয়। এটি সমপরিমান গরম পানিতে গুলে তারপর মিশাতে হয়।

রোজ সাবান তৈরী

এটি একটি সুন্দর গন্ধ যুক্ত গায়ে মাখার সাবান। এর গন্ধ খুবই আর্কষণীয় এবং অনেকক্ষণ স্থায়ী। বাজারে এর যথেষ্ট চাহিদাও আছে যদি এটি মানসম্মতভাবে তৈরী করা যায়।

উপকরণঃ

সাধারণ সাবান	২২৫০ গ্রাম
লবঙ্গ তৈল	১৮ গ্রাম
অলিভ অয়েল	৯০০ গ্রাম

ভামিলিয়ম	৩০ গ্রাম
গোলাপী আতর	৩০ গ্রাম
পানি	১২২৫ গ্রাম
দারুচিনি তৈল	১৫ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালীঃ

১. একটি মাটির পাত্রে পানি, সাধারণ সাবান ও অলিভ অয়েল একত্রে ঢেলে উত্তম রূপে মিশ্রিত করে চুলায় জ্বাল দিতে হবে।
২. আধা ঘন্টা তীব্র জ্বাল দিয়ে উত্তম রূপে নাড়তে হবে।
৩. অলিভ অয়েলের সাথে সাবান ভালভাবে মিশে গেলে বাষ্পীভুত হয়ে জলীয় অংশ কমে ঘন হয়ে গেলে, আগুনের তাপ কমিয়ে দিতে হবে এবং ভামিলিয়ম দিতে হবে এবং নাড়াচাড়া চলতেই থাকবে। মৃদু আগুনেই বাকিটা জলীয় অংশ কমিয়ে আরো ঘন করতে হবে।
৪. জলীয় অংশ সম্পূর্ণ নিঃশ্বেষ হয়ে গেলে পাত্রটি চুলা থেতে নামিয়ে ফেলতে হবে।
৫. অনেকখানি ঠান্ডা হবার পর এর সাথে গোলাপী আতর, লবঙ্গ তৈল ও দারুচিনি তৈল মিশিয়ে ভালভাবে নাড়তে হবে যেন সর্বত্রই সমানভাবে মিশ্রিত হয়।
৬. এই ঘন মিশ্রণটি এখন ছাঁচ বা ডাইসে ঢেলে পছন্দমত আকারের রোজ সাবান তৈরী করা যাবে।

লেমন বা লেবুর সাবান তৈরী

এটি একটি লেবুর গন্ধ যুক্ত গায়ে মাখার সাবান। এর গন্ধ খুবই আকর্ষণীয় এবং অনেকক্ষণ স্থায়ী। বাজারে এর যথেষ্ট চাহিদাও আছে যদি এটি মানসম্মতভাবে তৈরী করা যায়।

উপকরণঃ

সাধারণ সাবান	৯০০ গ্রাম
লেমন অয়েল	৫০ গ্রাম
রোজ জিরেনিয়াম	১৪ গ্রাম
পানি	২২৫ গ্রাম
গ্রাস অয়েল	৬ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালীঃ

১. একটি মাটির পাত্রে পানি ও সাধারণ সাবান একত্রে ঢেলে উত্তম রূপে মিশ্রিত করে চুলায় জ্বাল দিতে হবে।
২. আধা ঘন্টা তীব্র জ্বাল দিয়ে উত্তম রূপে নাড়তে হবে।
৩. সাবান ভালভাবে মিশে গেলে বাষ্পীভুত হয়ে জলীয় অংশ কমে ঘন হয়ে গেলে, আগুনের তাপ কমিয়ে দিতে হবে এবং মৃদু আগুনেই বাকিটা জলীয় অংশ কমিয়ে আরো ঘন করতে হবে।
৪. জলীয় অংশ সম্পূর্ণ নিঃশ্বেষ হয়ে গেলে পাত্রটি চুলা থেতে নামিয়ে ফেলতে হবে।
৫. অনেকখানি ঠান্ডা হবার পর এর সাথে লেমন অয়েল, রোজ জিরেনিয়াম ও গ্রাস অয়েল মিশিয়ে ভালভাবে নাড়তে হবে যেন সর্ব্বত্রই সমানভাবে মিশ্রিত হয়।
৬. এই ঘন মিশ্রণটি এখন ছাঁচ বা ডাইসে ঢেলে পছন্দমত আকারের লেমন সাবান তৈরী করা যাবে।

সহজ ভাবে লেমন বা লেবুর সাবান তৈরী

এটি একটি লেবুর গন্ধ যুক্ত গায়ে মাখার সাবান। এর গন্ধ খুবই আর্কষণীয় এবং অনেকক্ষণ স্থায়ী। বাজারে এর যথেষ্ট চাহিদাও আছে যদি এটি মানসম্মতভাবে তৈরী করা যায়।

উপকরণঃ

টার্টার অয়েল	৯০০ গ্রাম
বিটার আমন্ড অয়েল	৫০ গ্রাম
ভিনিম সাবান	১৪ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালীঃ

১. একটি মাটির পাত্রে উপরোক্ত তিনটি উপাদানই একত্রে ঢেলে উত্তম রূপে মিশ্রিত করতে হবে।
২. চুলায় সর্ব্বনিম্ম আগুনে (হালকা/ ঢিমা তাপে) দিয়ে উত্তম রূপে নাড়তে হবে। চুলায় দেবার উদ্দেশ্য জ্বাল দেওয়া নয়, শুধু জলীয় অংশটুকু শুঁকানো মাত্র যা রোদ্রেও করা যেতে পারে।
৩. মিশ্রণটি ঘন ও আঠালো হলে ছাঁচ বা ডাইসে ঢেলে পছন্দমত আকারের সহজ লেমন সাবান তৈরী করা যাবে।

স্বচ্ছ সাবান তৈরী

এটি একটি স্বচ্ছ ও সুন্দর গন্ধ যুক্ত গায়ে মাখার সাবান। এ সাবানটি অত্যন্ত টেকসই অর্থাৎ সহজে ক্ষয় হয় না বা একটানা দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায়। দেখতেও বেশ আর্কষণীয়। যেমন:- কসকো সাবান। বাজারে এর যথেষ্ট চাহিদাও আছে যদি এটি মানসম্মতভাবে তৈরী করা যায়।

উপকরণঃ

এ্যালকোহল	১১২৫ গ্রাম
সলিউশন অব কষ্টিক সোডা	৯০০ গ্রাম
চিনি	৯০০ গ্রাম
গাম অয়েল	২৮ গ্রাম
নারিকেল তেল	১৩৫০ গ্রাম
অয়েল লিমন	২৮ গ্রাম
চর্বি	১৩৫০ গ্রাম
গ্লিসারিন	৩৪০ গ্রাম
রেড়ির তেল	১৩৫০ গ্রাম
পটাশ কম্পোজিলন	১১১০ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালীঃ

১. একটি মাটির পাত্রে (১ম পাত্র) নারিকেল তেল, রেড়ির তেল ও চর্বি একত্রে ঢেলে উত্তম রূপে মিশ্রিত করে নেড়ে চেড়ে ঘন করে নিতে হবে।

২. আর একটি পাত্রে (২য় পাত্র) গ্লিসারিন, চিনি ও পটাশ কম্পোজিলন চুলায় জ্বাল দিয়ে সাথে সাথে উত্তম রূপে নাড়তে হবে। ভালভাবে মিশে গেলে, বাষ্পীভুত হয়ে জলীয় অংশ কমে ঘন হয়ে গেলে চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে।

৩. এর পর ১ম পাত্রের রক্ষিত মিশ্রনের সাথে সলিউশন অব কষ্টিক সোডা ও এ্যালকোহল মিশ্রিত করে ভালভাবে নাড়তে হবে। ঠিকমত মিশে গেলে ১ম পাত্রের মিশ্রণের মধ্যে ২য় পাত্রের মিশ্রণটিও ঢেলে দিয়ে নাড়তে হবে। এ সময় চুলাতে আগুন কমিয়ে হালকা জ্বাল হবে।

৪. ভালভাবে মিশে গেলে, বাষ্পীভুত হয়ে জলীয় অংশ কমে ঘন হয়ে গেলে চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে।

৫. কিছুটা ঠান্ডা হবার পর এর সাথে গাম অয়েল ও অয়েল লিমন মিশিয়ে ভালভাবে নাড়তে হবে যেন সর্বত্রই সমানভাবে মিশ্রিত হয়।

৬. অনেকখানি ঠান্ডা হবার পর, এই ঘন মিশ্রণটি এখন ছাঁচ বা ডাইসে ঢেলে পছন্দমত আকারের স্বচ্ছ সাবান তৈরী করা যাবে।

উইন্ডসর সাবান তৈরী

এটি একটি সুন্দর গন্ধ যুক্ত গায়ে মাখার সাবান। এর গুনাগুন অত্যন্ত সন্তোষজনক। একটি সাবানে অনেক দিন চলে যায়। বাজারে এর যথেষ্ট চাহিদাও আছে যদি এটি মানসম্মতভাবে তৈরী করা যায়।

উপকরণঃ

অলিভ অয়েল	৪৫০ গ্রাম
লবঙ্গ তৈল	৬০ গ্রাম
বার্গমেট অয়েল	৬০ গ্রাম
কষ্টিক সোডা	৯০০ গ্রাম
এসেন্স অব মাস্ক	৩০ গ্রাম
চর্বি	৬০০ গ্রাম
এম্বার গ্রিস	৩০ গ্রাম
ল্যাভেন্ডার অয়েল	৬০ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালীঃ

১. একটি মাটির পাত্রে চর্বি, অলিভ অয়েল, লবঙ্গ তৈল, বার্গমেট অয়েল, ও ল্যাভেন্ডার অয়েল একত্রে ঢেলে উত্তম রূপে মিশ্রিত করে চুলায় জ্বাল দিতে হবে।

২. আধা ঘন্টা হালকা জ্বাল দিয়ে উত্তম রূপে নাড়তে হবে।

৩. মৃদু আগুনেই বাকিটা জলীয় অংশ কমিয়ে আরো ঘন করতে হবে।

৪. জলীয় অংশ সম্পূর্ণ নিঃশ্বেষ হয়ে গেলে পাত্রটি চুলা থেতে নামিয়ে ফেলতে হবে।

৫. কিছুটা ঠান্ডা হবার পর এর সাথে কষ্টিক সোডা, এসেন্স অব মাস্ক ও এম্বার গ্রিস মিশিয়ে ভালভাবে নাড়তে হবে যেন সর্বত্রই সমানভাবে মিশ্রিত হয়।

৬. এই ঘন মিশ্রণটি এখন ছাঁচ বা ডাইসে ঢেলে পছন্দমত আকারের উইন্ডসর সাবান তৈরী করা যাবে।

কার্বলিক সাবান তৈরী

যে কোন চর্ম রোগ, ঘা, প্যাচরা, খুজলী বা চুলকানি ইত্যাদির জন্য কার্বলিক সাবান অত্যন্ত উপকারী। শুধু মানুষই নয়, এমনকি কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল ইত্যাদি পশুদের চর্ম রোগের ক্ষেত্রেও কার্বলিক সাবান ভাল কাজ করে।

মানুষের জন্য তৈরী কাব্বলিক সাবানে কাব্বলিক এসিডের পরিমান ৮-১০% হয় (সোডা বাই এর হিসাবে)। আর পশুর জন্য তৈরী সাবানে কাব্বলিক এসিডের পরিমান ১৫-২০% হয়। ব্যাপারটি সর্তকতার সাথে মনে রাখতে হবে।

উপকরণঃ

নারিকেল তেল	২৫০০ গ্রাম
গলিত চর্ব্বি	৫০০ গ্রাম
সোডা বাই	১৫০০ গ্রাম
কাব্বলিক এসিড	১২৫ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালীঃ

১. একটি মাটির পাত্রে উপরোক্ত তিনটি উপাদানই একত্রে ঢেলে উত্তম রূপে মিশ্রিত করতে হবে।
২. চুলায় সর্ব্বনিম্ম আগুনে (হালকা/ ঢিমা তাপে) দিয়ে উত্তম রূপে নাড়তে হবে।
৩. কিছুটা ঘন হলে কাব্বলিক এসিড ঢেলে দিয়ে আবার নাড়তে হবে।
৪. মিশ্রণটি ঘন ও আঠালো হলে ছাঁচ বা ডাইসে ঢেলে পছন্দমত আকারের সহজ কাব্বলিক সাবান তৈরী করা যাবে।

কাপড় কাঁচা সাবান তৈরী

উপকরণঃ

সাজিমাটি	১০০০ গ্রাম
নারিকেল তেল	১০০০ গ্রাম
কলি চুণ	৫০০ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালীঃ

১. একটি মাটির পাত্রে উপরোক্ত তিনটি উপাদানই একত্রে ঢেলে উত্তম রূপে মিশ্রিত করতে হবে।
২. চুলায় বেশী তাপে দিয়ে উত্তম রূপে নাড়তে হবে।
৩. মিশ্রণটি ঘন ও আঠালো হলে ছাঁচ বা ডাইসে ঢেলে পছন্দমত আকারের সহজ কাপড় কাঁচা সাবান তৈরী করা যাবে।

বার সাবান তৈরী

উপকরণঃ

সাজিমাটি	৩৫০০০ গ্রাম
কাব্বনেট ডাকে	২০০০০ গ্রাম

কলি চুণ	৬০০০ গ্রাম
চর্ব্বি বা নারিকেল তেল	১০০০০ গ্রাম
সোহাগা	২৫০ গ্রাম
রজন গুড়া	১০০০০ গ্রাম
মোম	২৫০ গ্রাম
পানি	১০০০০ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালীঃ

1. একটি মাটির পাত্রে উপরোক্ত পানি, কার্ব্বনেট, সাজিমাটি ও চুণ একত্রে ঢেলে উত্তম রূপে মিশ্রিত করতে হবে। চুলায় বেশী তাপে দিয়ে উত্তম রূপে নাড়তে হবে। এভাবে প্রথমে ক্ষার ব্লক সাবানের পানি তৈরী করে নিতে হবে এবং তা রেখে দিতে হবে।
2. আর একটি পাত্রে চর্ব্বি বা নারিকেল তেল আগুনের উত্তাপে গলিয়ে চুলার উপরে রেখেই তাতে সোহাগা দিয়ে নাড়তে হবে এবং একটু একটু করে প্রথম পাত্র থেকে ক্ষার ব্লক সাবানের পানি ঢালতে হবে আর নাড়তে হবে। ভালভাবে ফুটেগেলে তাতে রজনের গুড়া দিয়ে আবার সাবানের পানি দিতে হবে।
3. শেষের দিকে এর মধ্যে মোম ঢেলে দিয়ে নাড়তে হবে।
4. মিশ্রণটি ঘন ও আঠালো হলে ছাঁচ বা ডাইসে ঢেলে পছন্দমত আকারের বিলেতী বার সাবান তৈরী করা যাবে।

উইনার সাবান তৈরী

প্রস্তুত প্রণালীঃ

১.বার সোপ আগুনের তাপে গলিয়ে এর সাথে অয়েল প্যারাগুয়ে, বার্গমেট ও সিনামন ভালভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে। ব্রাউন কালার করার জন্য এম্বার ব্যবহার করতে হবে।

২.ছাঁচ বা ডাইসে ঢেলে পছন্দমত আকারের উইনার সাবান তৈরী করা যাবে।

টয়লেট সাবান তৈরীর কতগুলো প্রচলিত ফর্মুলা

ফর্মুলা -১

চর্ব্বি	৪০ ভাগ

নারিকেল তেল	২০ ভাগ
মৌমাছির মোম	৮ ভাগ
কষ্টিক সোডা	৯ ভাগ

ফর্মুলা -২

চর্বি	১০০ ভাগ
ফেরাফিন ওয়াক্স	১৫ ভাগ
কষ্টিক সোডা	৫ ভাগ
কষ্টিক পটাস	৫ ভাগ

ফর্মুলা -৩

নারিকেল তেল	১০০ ভাগ
ফেরাফিন ওয়াক্স	১৫ ভাগ
কষ্টিক সোডা	১৪ ভাগ
কষ্টিক পটাস	৮ ভাগ

ফর্মুলা -৪

চর্বি	২০ ভাগ
নারিকেল তেল	৪০ ভাগ
ফেরাফিন ওয়াক্স	৬ ভাগ
কষ্টিক সোডা	১৪ ভাগ

ফর্মুলা -৫

চর্বি	১০০ ভাগ
নারিকেল তেল	১০০ ভাগ
ফেরাফিন ওয়াক্স	২০ ভাগ
কষ্টিক সোডা	১৯ ভাগ
কষ্টিক পটাস	১৫ ভাগ
ল্যাই প্রস্তুতের পানি	৬৮ ভাগ

ফর্মুলা -৬

চর্বি	২৫ ভাগ
নারিকেল তেল	৭৫ ভাগ
ফেরাফিন ওয়াক্স	১০ ভাগ
কষ্টিক সোডা	১৩ ভাগ
কষ্টিক পটাস	৫ ভাগ
ল্যাই প্রস্তুতের পানি	৭২ ভাগ

প্রস্তুত প্রণালী ঃ

১. প্রথমে তেল কড়াইতে ঢেলে গরম করতে হবে।

২. ক্ষানিকটা গরম হবার পর মোট ল্যাই থেকে অর্ধেকটা ল্যাই তেলের মধ্যে ঢেলে দিয়ে সর্বক্ষণ নাড়তে হবে।

৩. ল্যাই যখন ঘন বা গাঢ় হয়ে যাবে তখন বাকি অর্ধেকটা ল্যাই কড়াইতে ঢেকে দিয়ে নাড়তে হবে।

৪. ল্যাই যখন অনেক খানি গাঢ় হয়ে যাবে এবং আর বেশী সময় চুলায় রাখলে পুড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে।

৫. তখন এতে সাবানের চার গুন পরিমান পানি মিশিয়ে ফুটাতে হবে।এভাবে ফুটানোর সময় যদি পানি বেশী শুকিয়ে যায় তবে আর একটু পানি দিয়ে নাড়তে হবে। অর্থাৎ সাবান সব সময়ই পাতলা অবস্থায় সিদ্ধ হওয়া উচিত।

৬. প্রথম থেকে ৭ থেকে ৮ ঘন্টা সিদ্ধ করার পর যখন দেখা যাবে যে, সাবানের উপরে আর তেল ভাসছে না তখন এর সাথে পানি দ্বারা গোলা কষ্টিক পটাস মিশাতে হবে এবং মোম বা ফেরাফিন ওয়াক্স মিশিয়ে ভালভাবে নাড়তে হবে।

৭. জিভ দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করে বুঝতে হবে যে সাবানের কষ্টিকের তেজ কতটা আছে।

৮. সবশেষে, খুন্তির সাহায্যে কড়াই থেকে একটু সাবান তুলে কিছুটা সময় ঠান্ডা হতে দিলে যদি দেখা যায় যে, উপরে সরের মত জমে যাচ্ছে তবে বুঝতে হবে সাবানের কড়াইটি চুলা থেকে নামানোর সময় হয়েছে।

৯. এখন সমান সমান পরিমান রং ও গন্ধ দ্রব্য এর মধ্যে ঢেলে দিয়ে ভালভাবে নাড়তে হবে। যদি সাবানকে লাক্স সাবানের মত সাদা করার প্রয়োজন হয় তবে, এর সাথে পরিমান মত জিঙ্ক অক্সাইড মিশাতে হবে।

এভাবেই সাবান প্রস্তুত হয়ে গেল। এখন এটি সুবিধাজনক ছাঁচ বা ডাইসে ঢেলে নিতে হবে। এবং ঠান্ডা হবার পর উপযুক্ত প্যাকেট বা মোড়কে ভরে নিতে হবে।

আরো কোন বিষয়ে সহযোগীতা প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করবেন-

র‍্যাফকো ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

Mobile : 01911359077
Email: rafcopnd@gmail.com
Web : www.rafcopnd.wix.com/rafco

ড. মোঃ রফিক মিয়া।